২১-২-42

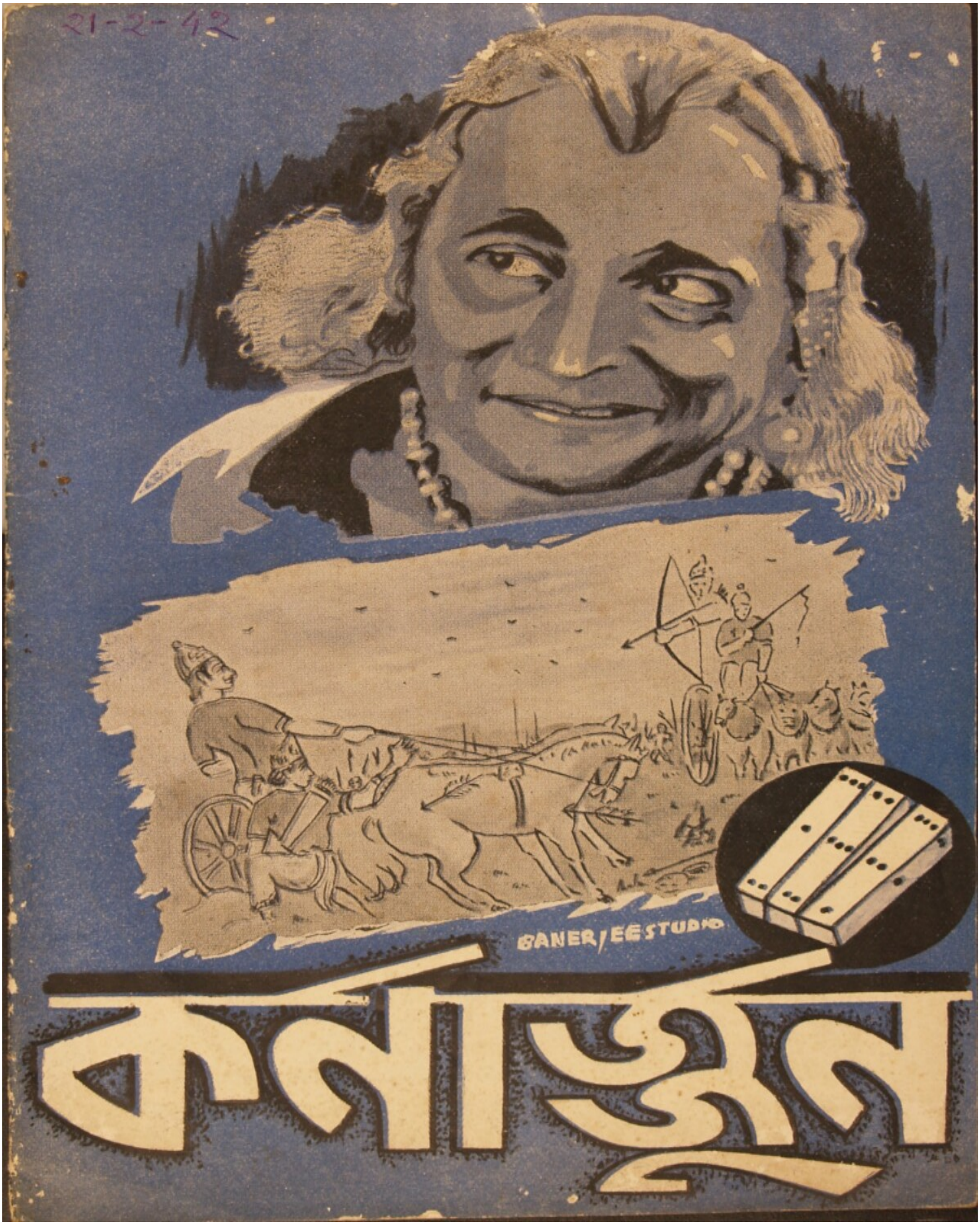

কর্ণার্জুন

মেজ বৌদি

কর্ণার্জ্জুন

ভ্যারাইটি পিক্‌চার্স লিমিটেডের নিবেদন

ইন্দ্র মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক:— ভ্যারাইটি ফিল্মস

৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ফোন : কলি: ৫৫১

——চিত্রান্তরালে——

প্রযোজক :
শ্রীনলিনীরঞ্জন বসু

পরিচালনায় :
শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সতীশ দাসগুপ্ত

সংলাপ :
শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

আলোকচিত্র গ্রহণে :
শ্রীঅজয় কর

—সহকারী—

শব্দনিয়ন্ত্রণে :
জে, ডি, ইরাণী

সুরসংযোজনায় :
শ্রীঅনুপম ঘটক

নৃত্য পরিকল্পনায় :
শ্রীমহারাজ বসু
শ্রীমতী শীলা হালদার

ব্যবস্থাপনায় :
শ্রীরমেন মুখোপাধ্যায়
„ কালীদাস মুখোপাধ্যায়
„ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য
„ গোকুল মুখোপাধ্যায়

শিল্পনির্দ্দেশে :
শ্রীব্রতীন ঠাকুর
„ সত্যেন রায় চৌধুরী

রসায়নাগারে :
শ্রীধীরেন দাসগুপ্ত

সম্পাদনায় :
শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসজ্জায় :
বসির ও শৈলেন গাঙ্গুলী

প্রচার তত্ত্বাবধায়ক :
শ্রীঅরবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়

পরিচালনায় :
শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ
„ অতুল দাসগুপ্ত

সুরসংযোজনায় :
শ্রীতারকদাস ঘোষ
„ দক্ষিণা ঠাকুর

আলোকচিত্র গ্রহণে :
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রাও

শব্দনিয়ন্ত্রণে :
শ্রীকল্যাণ সেন

সম্পাদনায় :
শ্রীরবীন দাস

ব্যবস্থাপনায় :
শ্রীদীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পনির্দ্দেশে :
শ্রীনরেশ ঘোষ

রসায়নাগারে :
শ্রীমথুরা ভট্টাচার্য্য
„ শম্ভু সাহা
„ দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও মজু

——অভিনয়াংশে——

চন্দ্রাবতী	...	কুন্তী
পদ্মাদেবী	...	পদ্মা
রেণুকা রায়	...	দ্রৌপদী
শীলা হালদার	...	উর্ব্বশী
চিত্রা দেবী	...	রাজনর্ত্তকী
বীণা ঘোষ	...	রাধা

ইত্যাদি

অহীন্দ্র চৌধুরী—শকুনি
ছবি বিশ্বাস—কর্ণ
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য—ভীষ্ম
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—অর্জ্জুন
শরৎ চট্টোপাধ্যায়—ধৃতরাষ্ট্র
শৈলেন পাল—যুধিষ্ঠির
বিজয়কার্ত্তিক দাস—ভীম
মিহির ভট্টাচার্য্য—কৃষ্ণ
জহর গাঙ্গুলী—দুর্য্যোধন
নীতীশ মুখোপাধ্যায়—দুঃশাসন
সত্য মুখোপাধ্যায়—ভণ্ডুল
কালীদাস মুখোপাধ্যায়—নকুল
বিমান বন্দোপাধ্যায়—সহদেব
গোকুল মুখোপাধ্যায়—বিদুর
মাখনলাল ভাদুড়ী—পরশুরাম
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—ভদ্রশীল
ভূপাল সেন—দ্রোণাচার্য্য
অবনী হালদার—তণ্ডুল
সুধীর মিত্র—বিকর্ণ

ফণী রায়—ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ
ষষ্ঠিদাস মুখোপাধ্যায়—সঞ্জয়
সরোজ বাগ্‌চি—কৃপাচার্য্য
কার্ত্তিক রায়—শল্য
শম্ভু কুণ্ডু—বৃষকেতু
গোপাল মুখোপাধ্যায়—ধৃষ্টদ্যুম্ন
মোহন গোস্বামী—ইন্দ্র
প্রহ্লাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—বালক কর্ণ
জ্যোৎস্না মিত্র—দুর্ব্বাশা
সলীল বন্দ্যোপাধ্যায়—যুযুৎসু
বিভূতি বন্দ্যো (এ্যাঃ)—দুর্ব্বাসার শিষ্য
উমা ভাদুড়ী— " "
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়— " "
ননী রায়— " "
বিজলী মুখোপাধ্যায়— " "
বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়
প্রফুল্ল দাস
সুশীল গুপ্ত
ভানু রায়—(এ্যাঃ)
} ব্রাহ্মণগণ

ইত্যাদি।

—কর্ণার্জ্জুন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে চলে জীবনের স্রোত সুখ, দুঃখ নিয়ে। সুখের পরশ কোথাও নেই এমন জীবনও বিরল নয়। সেই রকম জন্ম-দুঃখীদের একজন ছিলেন মহাবীর কর্ণ।

কুন্তী তখন কুমারী। তাঁরই গর্ভে অবাঞ্ছিত জন্মলাভ করেছিলেন কর্ণ। মাতৃবক্ষে তাঁর স্থান হ'ল না। স্রোতের জলে ভেসে গেলেন তিনি অকূলের আহ্বানে।

নদীতীরে সূত অধিরথ ছিল আপনার কাজে। তারই কাছে ভেসে এল পেটিকা, সুন্দর এক সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে। নিঃসন্তান সূত-দম্পতী মহানন্দে হ'ল দিশাহারা। মাতৃত্বের স্বাদ পেয়ে রাধা হ'ল সুখী,—শিশু-কর্ণ মরণকে দিল ফাঁকি।

দিন বয়ে গেল। কুন্তী আবার পঞ্চপুত্রের জননী হলেন। তবু যেন প্রথম জীবনের বিয়োগব্যথা তিনি ভুলতে পারলেন না!

* * * *

জন্ম-যাযাবর যিনি, যৌবনের প্রথম উন্মেষেই পথের ডাক তাঁর কানে পৌছল। সূত-গৃহ ছেড়ে কর্ণ বেরোলেন বিদ্যার্জ্জনের আশায়। —স্বয়ং পরশুরামকে পেলেন গুরু। শিষ্যের পরিচয় রইল গোপন; নিজ গুণে কর্ণ করলেন গুরুর হৃদয় জয়। একদিন সেই গুরুর অভিশাপ মাথায় নিয়ে কর্ণকে আশ্রম ত্যাগ করতে হ'ল **পরিচয়হীনতার** দোষে।

* * * *

হস্তিনার রাজপ্রাসাদে তখন চলছিল অস্ত্র পরীক্ষা। অর্জ্জুনের সফলতায় চারিদিকে উঠছিল জয়ধ্বনি। পাণ্ডবের চিরবৈরী দুর্য্যোধনের মন ঈর্ষার

আগুনে জলছিল তখন ধূ ধূ ক'রে। সহসা কা'র এক শরে অর্জ্জুনের শর শূন্যে হয়ে গেল চূর্ণ। উন্মত্ত জনতা চেঁচিয়ে উঠল, "কে ? কা'র এ শর ?" —এগিয়ে এলেন কর্ণ। সহজাত কবচকুণ্ডলে কুন্তীর দৃষ্টি হ'ল নিবদ্ধ, তাঁর কণ্ঠ হ'ল বাষ্পরুদ্ধ। **"সূতপুত্র !"** ব'লে কৃপাচার্য্য করলেন ব্যঙ্গোক্তি। "না, না।" শব্দ এল জননীর মনে। চারিদিক হ'তে গর্জ্জিত হ'ল অসহনীয় ধিক্কার।

কর্ণ যে পাঁকের ফুল। জগতের কাছেই না হয় তিনি হীনবংশজাত। হতাশ-বীর ফিরে যান দেখে দুর্য্যোধন দিলেন তাঁকে আশ্বাস। স্বীয় মুকুট খুলে দিলেন কর্ণের শিরে, দিলেন অঙ্গের সিংহাসন। কর্ণ হলেন রাজা।

পঞ্চ পাণ্ডবের বিরুদ্ধে চলল চক্রান্ত। শকুনির চাতুর্য্য, আর কর্ণের শৌর্য্যে বলীয়ান হয়ে শত্রু নাশের পথ খুঁজতে লাগলেন দুর্য্যোধন। হ'ল যতু-গৃহ রচনা। কিন্তু শকুনির কৌশলে মৃত্যুর দ্বার হ'তে ফিরে এলেন পাণ্ডুপুত্রগণ। বিপরীত উদ্দেশ্য যে শকুনির। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাঁর কুরুকুল নাশ। চতুর মাতুল দুর্য্যোধনকে বশ ক'রে পাণ্ডবদের সাহায্যেই চান কৌরব নিধন। পাণ্ডবদের জীবনের মূল্য যে তাঁর কাছে শত সিংহাসনের সমান।

* * * *

পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর কথা দেশে দেশে হয়েছিল বিঘোষিত। সারা ভারতের কত রাজকুমার উৎসুক আগ্রহে এলেন দ্রৌপদীর কর লাভের আশায়। অপরিচিত অগ্রজ কর্ণের সঙ্গে আর একবার অর্জ্জুনের হ'ল সাফল্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। **লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য্য যদি হ'নও,** তবু **সূতপুত্রকে** মাল্যদান করতে স্বীকৃতা হলেন না দ্রৌপদী। হতাশায় ভগ্নহৃদয় কর্ণ গেলেন সূর্য্যমন্দিরে। ধনুঃশর করলেন ত্যাগ। বেদনায় কাতর হয়ে বললেন, "সবাই ভুলে যাক্, কর্ণ বীর, কর্ণ যোদ্ধা ; শুধু জাগ্রত হয়ে থাক্, কর্ণ সূতপুত্র, হীনকুলে তার জন্ম।" —অর্জ্জুন হলেন লক্ষ্যবেদ্ধা।

* * * *

পরিবর্ত্তন কোথা দিয়ে আসে কেউ জানে না। সূর্য্যমন্দিরে দেখা হ'ল মহারাজ ভদ্রশীলের আদরিণী কন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে অঙ্গরাজ কর্ণের। সাগ্রহে কর্ণের দিকে চেয়ে দেখে কি এক সাড়া পেলেন পদ্মা হৃদয়ের অতল তল হ'তে। তুলে দিলেন তিনি পরিত্যক্ত ধনুঃশর কর্ণের হাতে। স্বামীত্বে বরণ করে নিলেন তিনি অজ্ঞাত এই বীরকে। কর্ণের জীবনে এল পরিবর্ত্তন। প্রিয়তমার সহকারীতায় অঙ্গরাজ্যে তিনি আনলেন আদর্শের বিন্যাস। ভাণ্ডার খুলে দিলেন প্রার্থীর আগে। পঞ্চ পাণ্ডবের সকল গুণের তিনি হলেন একক

অধিকারী তখন। তবুও তিনি দুর্য্যোধনের হীন চক্রের দাস,—সহোদর পাণ্ডবদের পরম শত্রু।

নারায়ণ নররূপে এলেন অঙ্গরাজকে পরীক্ষা করতে। চাইলেন ক্ষুধার নিবৃত্তি নরশিশুর মাংসে। মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা ক'রে কর্ণ আনলেন আপন সন্তান বৃষকেতুকে ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন দেবতা। ফিরে গেলেন আশীর্ব্বাদের তিলক কর্ণের ললাটে দিয়ে। **দাতাকর্ণ** নামে কর্ণ হলেন জগতে পরিচিত।

* * * *

পাণ্ডবরাজ্যে প্রজাপুঞ্জ সুখে শান্তিতে দিনাতিপাত করছিল। সে শান্তি ভেঙ্গে দিতে দুর্য্যোধন কপট শকুনির মন্ত্রণায় যুধিষ্ঠিরকে করলেন অক্ষক্রীড়ায় নিমন্ত্রণ।

কুরুরাজসভায় একে একে সবই হারালেন যুধিষ্ঠির। লাঞ্ছিতা হলেন পাণ্ডবঘরণী দ্রৌপদী। দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস হল পঞ্চ ভ্রাতার। লোকালয় ত্যাগ ক'রে বনে পাণ্ডবগণ গিয়ে দিন যাপন করতে

লাগলেন। ইত্যবসরে তপস্যার ধন হাতে পেলেন অর্জ্জুন। ইন্দ্রপুরী হ'তে নিয়ে এলেন দেবতার দান,—দুষ্টের বিনাশকারী ভীষণ অস্ত্র।

ত্রয়োদশ বৎসর হ'ল গত। নানা ক্লেশ ও যাতনা সহ্য করেও যুধিষ্ঠির হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে যুদ্ধ চাইলেন না। দ্রৌপদী বললেন, "বাসুদেব! কামান্ধ দুঃশাসন আমার এই কেশাকর্ষণ ক'রে লাঞ্ছিত করেছিল। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তার বক্ষ-রক্তে এই কেশ সিক্ত ক'রে বেণী রচনা করব। আমার সে প্রতিজ্ঞা যেন ভঙ্গ না হয়, প্রভু!" দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণ গেলেন হস্তিনার রাজপ্রাসাদে পঞ্চভ্রাতার জন্য পাঁচখানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা চাইতে। দাম্ভিক দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন, **"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।"** আর স্পর্দ্ধিত অহঙ্কারে ত্রিভুবনপালক কেশবকে চাইলেন বন্দী করতে।

যুদ্ধ হ'ল অনিবার্য্য। কুরুক্ষেত্র হ'ল ভারতের রাজন্যগণের শ্মশানভূমি। কৌরব পক্ষ কোটি কোটি যোদ্ধার শৌর্য্যে হ'ল বলদৃপ্ত, পাণ্ডবদলের সহায় কেবল **নারায়ণ**।

পুত্র হ'ল পুত্রের মৃত্যুকামী শত্রু। জননী কুন্তী হলেন উন্মাদিনী। ছুটে গেলেন তিনি জ্যেষ্ঠ তনয়ের কাছে আত্মপরিচয় দিতে। অক্ষম কর্ণ জননীকে

করলেন নিরাশ। বললেন, "জন্মমাত্রে যেমন ক'রে নামহীন, গোত্রহীন আমাকে ত্যাগ করেছিলে, আজও তেমনি সব ভুলে পরাভবের ক্রোড়ে আমায় সমর্পণ ক'রে ফিরে যাও, মা!" তারপর ছুটে গেলেন মরণ আহবে শত্রু নিধনের প্রমত্ততায়। রণক্ষেত্রে বেজে উঠল মরণের বাঁশী!.....

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সঙ্গীতাংশ

(১)

সখিরা— রাজকুমারী সাজাও বরণডালা
সাত মহলার স্বপনকুমার আসবে এবার
জাগারে সব আনন্দেরি মেলা
(গাঁথ) বিনাসুতায় মালা

১মা সখি— কোন সে নিঠুর চাঁদ
গোপন হৃদয়ে
পেতেছে এ মায়া ফাঁদ

পদ্মা— (সে যে) ছায়া ঘেরা ঘন বনানীর কিশলয়
নবারুণ প্রাতে আপনি সে মধুময়
হৃদয়ের শাখে ঘুমভাঙ্গা পাখী সম
স্বপনে সে আসি গেয়ে যায় গান নিতি

২য়া সখি— (সে যে) অনাদরে ফোটা একটি বিরহী তারা
মমতার আশে পথ চেয়ে হ'ল সারা

সকলে— তাই'ত বিরহে মিলনের বাঁশী বাজে
অনাগত জনে দিতে আবাহন গীতি

পদ্মা— কল্পলোকের সে যে কল্পনা ভরা
সীমার বাঁধনে তারে নাহি যায় ধরা
বাঁধিতে তাহারে বাঁধন গিয়াছে ছিঁড়ে
জানি তবু হায় আসিবে দুয়ারে ফিরে
তাই এ বিরহে নাহি সখি কোন জ্বালা
শান্ত হৃদয় দিন যায় গেঁথে মালা

—তারকদাস ঘোষ (পলাশ)

---

(২)

স্বপন ভুলান ঘুমের নিশুতি তলে
হাসির সুরভি ছড়ায় মনের দলে
যেবা আসে যায় পলকে পুলকে তারে
আমার গোপনে সঁপিয়াছি আপনারে
পাইয়াছি যাহা ভুবন ভরিয়া
উৎসবে তাই মাতিয়াছে হিয়া
চাঁদের মহলে সেত চাঁদ নয়
শত চাঁদ যেন তবু মনে হয়
তাহারে ঘেরিয়া জ্বলে
জয় রথ তার আসিবে এখানে
তাই ভাল লাগে চাওয়া পথ পানে
আরো প্রাণভরা আরো কাছাকাছি
যেন সে আলোকে এক হয়ে আছি
মিলনের পরিমলে

—মোহন রায়

(৩)

শরণাগতের তুমি নাকি ভগবান
ভক্তের লাগি যুগে যুগে আছে
অপরূপ তব দান
তবে কেন আজি নিদ্রিত আছ ঘুমে
(যবে) প্রলয় নাচনে নাচিছে পাপীরা ভূমে
ব্যথায় বিধুর ধরণীর ধূলিতল
কাঁদিয়া ডাকিছে কোথা তুমি ভগবান।

একি খেলা তব ওগো লীলাময়
কাঁদাও তাদের শরণ যে লয়
সত্যের যারা হোলো ঘর ছাড়া
ধর্ম্মের সেতু হয় বুঝি খান খান

—তারকদাস ঘোষ (পলাশ)

(৪)

জীবনের পথ নহে কভু মধুময়
লুকায়ে সেথায় মৃত্যুর মত
শত বাধা পরাজয়

(তবু) তোর এই মন প্রাণ
হয় যেন সুমহান
কণ্টকে ঘেরা বন্ধুর পথে
দিতে নব পরিচয়

সত্যের লাগি ঝরে যদি যেতে হয়
সেই তো পরম জীবনের সুসময়
প্রাণ দিয়ে প্রতিদান
পাবি চির জয় গান
মরণ যেথায় জীবন সেথায়
আছে ভয় আছে জয়।

—তারকদাস ঘোষ (পলাশ)

এলরে এলরে এলরে আহ্বান
দুর্জ্জয় পথে দিতে সত্যের অভিযান
তিমিরের স্থর সেথা মরণের পারাবার
বোয়ে যায় অহরহ তুলে শুধু হাহাকার
তারি মাঝে লুকানরে গৌরব শতদল
নাহি ভয় হবে জয় মিলিবেরে সন্ধান

এই যে জীবন এতো মরণের খেলাঘর
ক্ষণিকেতে ভেঙ্গে যায় ঝ'রে যায় ঝর ঝর
নাহি কাজ এ-তো লাজ পদে পদে
পরাজয়
রচিব নূতন করি রবে যাহা চিরতর

ছুটে আয় আয় ছুটে এসেছেরে আহ্বান
পাবি সেই অমৃত জীবনের জয় গান
নহিতোরে ভীরু মোরা নহিতোরে ক্ষুদ্র
ভুলিনিত মোরা ভাই শক্তির সন্তান
—তারকদাস ঘোষ (পলাশ)

১৯৪২
খৃষ্টাব্দে

ভ্যারাইটি
পিকচার্স লিমিটেডের

দ্বিতীয় অর্ঘ্য

দ্বিভাষী চিত্র

তৃতীয় অর্ঘ্য

একখানি হৃদয়গ্রাহী
পৌরাণিক কাহিনী
অবলম্বনে গঠিত
হইবে।

???

শ্রীঅরবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

Printed at Kalika Press Ltd., Calcutta.